তারিখ ... 20 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৯ ... কলাম ... ২ ......

সমকাল

উপজেলা পর্যায়ের স্কুলে শিক্ষক সংকট তীব্র

■ সমকাল প্রতিবেদক

সারাদেশের মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে অধ্যয়নরত ১১ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে ভয়াবহ মাদকের নেশা। অনেক অভিভাবকই সন্তানদের সম্পর্কে সচেতন নয়। তাই শিক্ষার্থীরাও বেপরোয়া হয়ে উঠছে গাঁজা, ফেনসিডিলের মতো নেশায়। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সম্মেলনে' এই মারাত্মক সমস্যার কথা তুলে ধরেন শিক্ষকরা। তারা জানান, উপজেলা পর্যায়ের স্কুলগুলোতে মারাত্মক শিক্ষক-কর্মচারী সংকট রয়েছে।

প্রধান শিক্ষক সম্মেলন

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষকদের পদমর্যাদা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগবিধি সংশোধন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সংশোধিত নিয়োগবিধির অধীনে শিগগিরই সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষকের সব শূন্য পদ পূরণ করা হবে। সরকার শিক্ষকদের স্বার্থ ও মানমর্যাদাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কেন্দ্রীয়ভাবে এমপিও শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ সমাজে শিক্ষকদের মর্যাদা বাড়াবে।' তিনি বলেন, 'বিভিন্ন শিক্ষাসহায়ক কর্মসূচির ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সংখ্যাগত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার মানের দিক বিবেচনায় আমাদের এখনও অনেক দূর যেতে হবে।' সম্মেলনে মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন।

স্কুলে স্কুলে মাদকের থাবা : মানিকগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইদ্রিস আলী বলেন, 'কিছুদিন আগে আমরা সপ্তম শ্রেণীতে তিনজন মাদকাসক্ত শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করেছি। একজন শিক্ষার্থী মাদকাসক্ত হলে আরেকজনকে দলে টানে। এভাবেই তাদের পাল্লা ভারী হতে থাকে। কিন্তু অনেক অভিভাবকই আছেন, যারা বাচ্চাদের তেমন খোঁজখবর রাখেন না। আবার কেউ কেউ মনে করেন, তাদের সন্তান এমন কাজ করতেই পারে না। আমাদের দ্রুত এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।'

ইদ্রিস আলীর বক্তব্য শোনার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব চৌধুরী মুফাদ আহমেদ অন্য শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনাদের স্কুলেও কি মাদকের সমস্যা আছে?' বেশিরভাগ প্রধান শিক্ষকই তখন হাত তুলে জানান, তাদের স্কুলেও মাদকের সমস্যা রয়েছে।

শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক কম : রাজশাহী সরকারি বালিক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তৌহিদ আরা বলেন, 'বর্তমানে একজন শিক্ষকের বিপরীতে ৪০ থেকে ৫০ শিক্ষার্থী রয়েছে। মফস্বলের স্কুলগুলোতে এ অনুপাত আরও বেশি। মানসম্মত শিক্ষার জন্য এই অনুপাত একজন শিক্ষকের বিপরীতে ২৫ জনে নামিয়ে আনতে হবে। এ ছাড়া শিক্ষকরা ভালো করলে পুরস্কার ও খারাপ করলে তিরস্কারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সহকারী শিক্ষকদের বেশিরভাগেরই পদোন্নতির সুযোগ নেই। তাই এর বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৮

উপজেলা পর্যায়ের

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

বের করতে হবে।' রাঙামাটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উত্তম খীসা বলেন, 'অনেক শিক্ষকই আছেন যারা চাকরির নিয়ম-কানুন জানেন না। তারা কোচিং নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। এ অবস্থা থেকে আমাদের বের হতে হবে।'

চিহ্নিত সমস্যা : সম্মেলন উপলক্ষে শিক্ষকদের কাছ থেকে বেশকিছু সমস্যা ও মতামত পায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর। এগুলো হচ্ছে- উপজেলা পর্যায়ের স্কুলগুলোতে তীব্র শিক্ষক ও কর্মচারী সংকট, জেলা পর্যায়ের স্কুলগুলোতে ভর্তির সময় প্রচণ্ড চাপ, উপজেলা পর্যায়ের বেশিরভাগ স্কুলই জরাজীর্ণ ও সীমানাপ্রাচীর নেই, প্রধান শিক্ষকদের বাসভবন ব্যবহারের অনুপযোগী, স্কুলের জমি বেদখল এবং অপর্যাপ্ত-অপ্রতুল বিজ্ঞানাগার ও কম্পিউটার ল্যাবরেটরি।